দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

নং ০৪.০১.০০০০.১০৪.১৫.০৩৪.১৭-

তারিখ: ২২/০১/২০১৮

অফিস আদেশ

যেহেতু, জনাব এ কে এম ফজলুল হক, সাবেক উপপরিচালক, বর্তমানে-পরিচালক (অনুঃ ও তদন্ত-২, ময়মনসিংহ বিভাগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-কে জনাব মোঃ আবু ইউসুফ, সহকারী বন সংরক্ষক (অবঃ), বাড়ি নং ১৬, শ্যামলী হাউজিং এরিয়া, দলিপাড়া, থানা-তুরাগ, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই/অনুসন্ধান করার জন্য কমিশনের স্মারক নং ১৪০৩১ তারিখ ২৬/০৪/২০১৭ মূলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি অভিযোগটি অনুসন্ধান/যাচাই করে গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখে অর্থাৎ দীর্ঘ ৯ মাস পরে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন, যা' নির্ধারিত সময়সীমার অনেক পরে;

যেহেতু, দাখিলকৃত অনুসন্ধান/যাচাই প্রতিবেদনের উপর দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং ১৪৫৫৭ তারিখ ২৬/০৪/২০১৮ মূলে কোয়ারী করা হয়। উক্ত কোয়ারীর প্রেক্ষিতে তিনি গত ১৯/৮/২০১৮ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৪ মাস পর পুনঃ অনুসন্ধান/যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত কোয়ারীরর জবাবের আলোকে দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং ৩৮০৮৬ ও ৩৮০৮৭ তারিখ ১৯/১১/২০১৮ মূলে সুস্পষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক তাকে পুনঃ কোয়ারী করা হয়;

যেহেতু, তিনি বর্ণিত অভিযোগটির অনুসন্ধান/যাচাই প্রতিবেদন এবং পুনঃ অনুসন্ধান/যাচাই প্রতিবেদন দাখিলে দু'দফায় মোট প্রায় ১৩ মাস কালক্ষেপন করেছেন;

যেহেতু, কোয়ারীর চিঠি দু'টি আপনি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কোর্ট সহকারী (এএসআই) জনাব মোঃ এনামুল হক এর মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদানকালে দুদক ক্যান্টিনে গত ১৪/০১/২০১৯ তারিখে মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর কাছে হাতেনাতে উদ্‌ঘাটিত হয়;

যেহেতু, তার উক্তরূপ কার্যকলাপ দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮ এর ২(ঝ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর শামিল এবং উক্ত বিধিমালার ৩৯(ক)(খ) ও (ঙ) বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, উপর্যুক্ত কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ২০০৮ এর ৪৩(১) বিধি অনুযায়ী তাকে অবিলম্বে চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে;

সেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ২০০৮ এর ৪৩(১) বিধি অনুযায়ী জনাব এ কে এম ফজলুল হক, সাবেক উপপরিচালক, বর্তমানে-পরিচালক (অনুঃ ও তদন্ত-২, ময়মনসিংহ বিভাগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-কে দুর্নীতি দমন কমিশনের চাকুরী হতে অত্র আদেশ জারীর তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮ এর ৪৩(৩) বিধি অনুযায়ী তিনি খোরাকী ভাতাদি (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

স্বাক্ষরিত/-
ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং ০৪.০১.০০০০.১০৪.১৫.০৩৪.১৭-২৬০২(২০)

তারিখ: ২২/০১/২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

১. মহাপরিচালক (সকল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৩. কমিশনার (অনুসন্ধান/তদন্ত)-এর একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা (মাননীয় কমিশনারের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৪. জনাব এ কে এম ফজলুল হক, সাবেক উপপরিচালক, বর্তমানে-পরিচালক (অনুঃ ও তদন্ত-২, ময়মনসিংহ বিভাগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (দুর্নীতি দমন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. সচিবের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯. সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. গার্ড নথি/ব্যক্তিগত নথি/অফিস কপি।

মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল
পরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন)

H:\Rashed\Nazim A i\Letter 2016\Suspension.docx